Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

স্বাধীনতা সংগ্রামে কাঁথি

ডঃ ভবেশ প্রামানিক

অধ্যক্ষ, ডোমকল কলেজ

ঔপনিবেশিক ভারতের বাংলা প্রদেশের মেদিনীপুর জেলা স্পষ্টতই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত। প্রধানত তমলুক ও কাঁথি (কন্টাই) মহকুমা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম মহকুমা কাঁথির স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এক অনন্য গুরুত্বের ইতিহাস। ভৌগোলিক পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক শক্তি, সামাজিক-ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য এবং ঔপনিবেশিক আমলের ঐতিহাসিক প্রবণতা ও উত্তরাধিকারের দিক থেকে ঔপনিবেশিক আমলের কাঁথি ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে একচেটিয়াভাবে আলাদা একটি স্থান দখল করে আছে। এটা নিশ্চিত যে এর উৎপত্তি, বিকাশ ও চরিত্রের দিক থেকে কাঁথির স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত যে কাঁথি আন্দোলনের বিষয়, মাত্রা ও গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন চিত্র ধারণ করে এবং চরিত্রটিকে স্পষ্ট করে তোলে। কাঁথি রাজনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সর্বদা, অনেকাংশে স্থানীয়। এটাই কাঁথির স্বাধীনতা আন্দোলনের অনন্যতা।

বিদ্রোহের সূচনা (১৭৯৩-১৮০৪)

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

১৭৭২ সালে বাংলার শাসনভার গ্রহণকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৮১ সালে লাভজনক লবণ ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। লবণ বিভাগ গঠিত হয় এবং শতাব্দীর শেষের দিকে কাঁথি তার সদর দফতরে পরিণত হয়। ১৭৮৮ সালে কাঁথিতে বালির ঢিবির ওপর নির্মিত নিমাক মহল (লবণ কারখানা) থেকে উপকূলীয় এলাকার ব্যবসছা চলে গেলে আন্দোলনের সূচনা হয়।

কাঁথির স্বাধীনতা আন্দোলন

১৭৬০ সালে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে এবং তখন থেকেই কোম্পানির কাঁথি জমিদারির জনগণকে কোম্পানির কর্মকর্তাদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। এভাবেই কাঁথির মানুষ সব ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিল। মেদিনীপুর জেলা শহর এবং তার দুটি মহকুমা শহর কাঁথি ও তমলুক দ্রুত এই ধরনের জাগরণের আওতায় আসে এবং সেখানে নতুন প্রাণের সূচনা হয়। ইংরেজি শিক্ষার স্কুল স্থাপন করা হয়। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, বিশেষ করে ব্রাহ্মআন্দোলন গোটা জেলাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে এবং জেলা ও কলকাতা আদালতের সঙ্গে জমিদারদের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনার ঢেউ জেলাজুড়ে প্রবাহিত হয়।

মানবপ্রেম

মেদিনীপুরের মানুষ, বিশেষ করে কাঁথির মানুষ বহু শতাব্দী ধরে যে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, চৈতন্য ধর্ম ও তার শিক্ষা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

সচেতন করে তুলেছিল। মেদিনীপুরের বিশেষ করে কাঁথির মানুষ বহু শতাব্দী ধরে যে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, চৈতন্য ধর্ম ও তার শিক্ষা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। এই প্রেক্ষাপটেই ঋষি রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় গৌরব সমিতি (১৮৬৬) স্থাপিত হয়। সভা জনগণের জাতীয় চেতনা প্রচারের জন্য অনেক কিছু করেছিল। কাঁথির উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ও জমিদারসহ শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণী দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে এতটাই সজাগ ছিলেন যে, ভারতসভার জন্মের অব্যবহিত পরেই কাঁথি মহকুমার ছটি থানা যথা কাঁথি, খেজুরি ,ভগবানপুর, পটাশপুর, রামনগর ও এগরাতে সভার বেশ কয়েকটি শাখা সংগঠিত হয়।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ

এটা সত্য যে কাঁথি মহকুমার আন্দোলন প্রধানত অহিংস ছিল, এলাকার অবিসংবাদিত নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের গান্ধীজির অহিংসার মতবাদের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ছিল, সাধারণত এলাকার লোকেরা ঈশ্বরভীরু এবং উস্কানি সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের উপায় অবলম্বন করেছিল। বাঙালি জাতি ও তার জাতীয়তাবাদের শেকড়ে আঘাত করার কার্জন ডিভাইস যখন কার্যকর ছিল, তখন বাংলার জনগণ মিছিল, পিকেটিং ও সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদ প্রদর্শন করেছিল। কাঁথির স্থানীয় পত্রিকা 'নিহার' থেকে জানা যায়, বয়কটের স্লোগান বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের সংগঠকরা তাদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি করেন। এই ফাটল কাঁথির আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। একই সঙ্গে একটি অভিনব কাজ করেছেন। এর ফলে কাঁথিতেও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

কার্যকলাপের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলন তার প্রথম পর্ব কাঁথি মহকুমায় একটি ধ্বংসাত্মক চরিত্র ধারণ করে। লবণ আইন লঙ্ঘন সত্যাগ্রহীদের মিশনে পরিণত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে কাঁথিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন মূলত আনুষ্ঠানিক হরিকথা ও কৃষ্ণকথা অধিবেশন এবং ধর্মসভার আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে সোনার বাংলার পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি সুস্পষ্ট রূপক ব্যাখ্যাসহ সুস্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এর ফলে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি জনগণের বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়; কিন্তু যেহেতু তারা তখন পরাক্রমশালী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের অসহায় মনে করেছিল, তাই তারা ব্রিটিশ শাসকের অবিবেচনা প্রসূত ও স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে একটি উপযুক্ত আন্দোলন উপলক্ষের জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি। শেষে ১৬ই অক্টোবর এলো কাঁথি জনগণের জাতীয়তাবাদী অনুভূতি ও জমাট বাঁধা প্রতিবাদ জাগ্রত করার উপযুক্ত আন্দোলন এবং অভিপ্রেত উপলক্ষ, যারা এতদিন অরবিন্দের চরমপন্থী মতাদর্শে উজ্জীবিত ছিল, যা কাঁথিতে হেমচন্দ্র কানুনগো এবং তাঁর সহযোগীরা তাদের শিখিয়েছিলেন।

দেশভাগের কার্যকারিতার পরে কাঁথির বিশাল সভা একটি দুর্দান্ত সাফল্য ছিল। এতে প্রায় সকল জমিদার, ইংরেজি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক, কিছু উকিল-মুখতার এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় কিছু সচ্ছল মুসলমান এবং খ্রিস্টানও

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

উপস্থিত ছিলেন। সভায় সমবেত জনতা উৎসাহের সাথে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'কে স্বাগত জানায় এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নতুন অস্ত্র প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে আন্তরিকভাবে সম্মত হয়। তারা সকলেই ঘোষণা করেছিল যে তারা ব্রিটিশ কাপড়, লবণ এবং চিনি ব্যবহার করবে না এবং এর পরিবর্তে তারা দেশীয় পণ্য ব্যবহার করবে। এছাড়া তারা হরিসভার নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন করত, যা রূপকভাবে বিদেশীদের অন্যায়ের বিশদ বিবরণ দেবে এবং এভাবে তারা জনগণকে সরকারের অশুভ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করবে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় থেকেই কাঁথির জমিদাররা বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহারের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। তাঁরা সরকারের নিষ্ঠুর পরিকল্পনার প্রতি বেপরোয়া বিদ্বেষ নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে এবং বয়কট ও স্বদেশীকে প্রসারিত ও উৎসাহিত করার জন্য তারা আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা চালায়। দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে তাঁরা তাঁদের বাড়িতে, চণ্ডীমণ্ডপে এবং খোলা বাজারে নিয়মিত প্রতিবাদ সভা করতেন। মিছিল-পিকেটিংয়ে জমিদারদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি এবং সভা-সমাবেশে প্রদত্ত জ্বালাময়ী ভাষণ সাধারণ জনগণকে এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তাদের ধর্মকে কলঙ্কিত রাখতে, বাংলা ও বাঙালিকে দুর্বল করার সরকারি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সর্বোপরি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সুদৃঢ় করতে উদ্বুদ্ধ করে। বন্দেমাতরমের বারংবার চিৎকারের ফলে দেশাত্মবোধক গান গাওয়া এবং কোরাসে সংকীর্তন কাঁথিতে স্বদেশী আন্দোলন এক ধরনের ধর্মীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়। এই সমস্ত কিছুর ফলে সমস্ত মিছিলকারী ও

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

চৌকিদারগণ ও নেতৃস্থানীয় জমিদারগণ স্বদেশী উন্মাদনায় এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েন যে, তারা ব্রিটিশদের বস্ত্র ও অন্যান্য ব্রিটিশ দ্রব্য বিক্রির দোকানে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র ধ্বংস করে দেন। এক বাজারের দিনে মুগবেড়িয়ার জমিদার দিগম্বর নন্দর নেতৃত্বে ৪১ জন মিছিলকারী লিভারপুলের সব লবণের প্যাকেট ইটাবেড়িয়া খালে ফেলে দেয়; তারা ব্রিটিশ কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, চিনি ও অন্যান্য ব্রিটিশ পণ্য এবং কাচের (রেশমি) চুড়ি ধ্বংস করে।

বয়কট আন্দোলন (১৯০৫-১৯১৭)

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বয়কটকে সাধারণ করে তোলা এবং স্বদেশীকে একটি কার্যকর উচ্ছ্বসিত জাতীয়তাবাদী পদক্ষেপে পরিণত করার লক্ষ্যে সারা বাংলা জুড়ে বিস্তৃত সফর করেছিলেন। ফলে প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় বিভিন্ন নেতাদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কাঁথিতে স্থানীয় নেতারা বেশিরভাগই ছিলেন স্থানীয় জমিদার, যারা দেশভাগের কার্যকারিতার ঠিক আগে ছিলেন, সরকারের প্রতি তীব্র অনুগত ছিলেন, দেশভাগ তাদের অনুগত মনোভাবের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছিল: এখন তাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাহ্যিকভাবে দেশভাগের নকশা তৈরি করেছিল, তবে কার্যত বাঙালি জাতির ঐক্য নষ্ট করার জন্য এবং সর্বোপরি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার জন্য। তাই সরকারকে দেশভাগ বাতিল করতে বাধ্য করার জন্য দেশভাগের প্রতিবাদ করতে হবে।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

কাঁথিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জমিদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেরাই বয়কট ও স্বদেশীকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।তাঁরা তাঁদের নায়েব, গোমোস্তা এবং অন্যান্য আমলাদের বয়কট এবং স্বদেশীর পক্ষে তাঁদের প্রজাদের সাথে কথা বলার জন্য নিযুক্ত করেছিল। এমনটাই শোনা গেল যে, দু-একটি ক্ষেত্রে জমিদাররা তাঁদের জমিদারিতে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দোকানদারদের ব্রিটিশ পণ্য আমদানি ও বিক্রয় করতে নিষেধ করেছিল এবং তারা ক্রেতাদের এ জাতীয় কোনও পণ্য ক্রয় করতেও নিষেধ করেছিলেন।

কাঁথি এলাকায় হস্তচালিত তাঁত চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের জন্য একটি সভা ডাকা হয়েছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁদের একদিনের উপার্জন এই উদ্দেশ্যে দান করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারিকনাথ ধর এবং বিদুভূষণ গিরিও কুটির শিল্পের বিদেশী বস্ত্র বর্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে প্রাণবন্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সভায় বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ, এই অঞ্চলে হস্তচালিত তাঁত শিল্প বিকশিত হয়েছিল এবং অমরিশি এর কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল।

বসন্ত কুমার দাস তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামী মেদিনীপুর'-এ যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং প্রশান্ত প্রামাণিক তাঁর 'রোমন্থন'-এ উল্লেখ করেছেন, তা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট হতে পারে যে কীভাবে বয়কট আন্দোলন প্রতিটি দরজায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। গগনচন্দ্র রানার বয়স তখন ৯ বছর । তাঁর স্মৃতিচারণ অনুসারে, তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন এবং

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

তাঁর কর্তব্য ছিল এলাকার প্রতিটি বাড়িতে যাওয়া এবং তাদের কাচের চুড়ি ভেঙে ফেলার জন্য বোনদের অনুরোধ করা। সন্ধ্যায় ছেলেটিকে তার দাদুর কাছে তাদের কাজের প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন দিতে হয়েছিল।

খেজুরি থানার ঠাকুরনগরে পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক "দোল-পূর্ণিমা" উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজন করেছিলেন। তারা বিদেশি পণ্য বিক্রির প্রতিবাদে পিকেটিং করেছিলেন। দোকানদাররা তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ফলস্বরূপ, পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক মামলা দায়ের করে। স্বেচ্ছাসেবকরা হলেন- ক্ষীরদ নারায়ণ ভুঁইয়া ,শচিভূচন বেরাও রমেশচন্দ্র মণ্ডল। কাঁথি আদালত তাদের ১০ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়। জেলা আদালত ওই রায় বহাল রাখলেও আপিলে হাইকোর্ট মেয়াদ কমিয়ে ৩ মাস করেন। বিশিষ্ট ব্যারিস্টার জনাব এ. চৌধুরী এই মামলায় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল ছিলেন। প্রথম অভিযুক্ত ক্ষীরোদ নারায়ণ জানা পরে হাইকোর্টের একটি শাখা হিসেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।দিগম্বর নন্দ ক্ষুদিরামের সংস্পর্শে এসে বলাগেড়িয়ায় একটি প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেছিলেন। ক্ষুদিরাম শিবিরে লাঠি, ছুরি ও ছোরা দিয়ে স্থানীয় যুবকদের মার্শাল আর্ট শেখাতেন। ভূপতিনগরের রজনীকান্ত প্রধান সেখানে একটি শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। ক্যাম্পের কোচ ক্ষুদিরাম যুবকদের প্রতিরক্ষায় লাঠি, ছুরি ও তলোয়ার চালানোর প্রশিক্ষণ দেন। স্বেচ্ছাসেবকরা বিদেশি পণ্য ও আমদানি করা কাচের চুড়ি ব্যবহারের বিরুদ্ধেও প্রচারণা চালাতেন।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

কাঁথির উকিলরা শহরে আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন। প্রথম স্বদেশী সভার (জাতীয় কারণের সভা) সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ উকিল উপেন্দ্রনাথ মজুমদার। উকিল মানিক চন্দ্র ভর অপর একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। এসব সভায় বিদেশি পণ্য বর্জন ও সমাজে ঐক্যের কথা উল্লেখ করে শপথ নেওয়া হতো।অন্যান্য নেতা নগেন্দ্র চন্দ্র বকশী , প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদুভূষণ গিরি, গণেশচন্দ্র তালা, সুরেশচন্দ্র মাইতি কাঁথি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এবং তরুণ বীরেন্দ্রনাথ এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে ছিলেন।

শহরে ছাত্রভান্ডার (১৯০৫)

বয়কট আন্দোলনের আনুষঙ্গিক হিসেবে ছাত্রভান্ডার খুলতেন কৌঁসুলিরা। এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ন্যায্য মূল্যে জাতীয় পণ্য সরবরাহ করা।'নীহার' পত্রিকায় জাতীয় আন্দোলনের উপর লেখা থাকত।অন্যান্য প্রচার কেন্দ্র মেদিনীপুরের বিদ্রোহী ক্ষুদিরাম বিপ্লবী বীজ বপনের জন্য এই অঞ্চলে একটি উর্বর জমি পেয়েছিলেন। তিনি দিগম্বর নন্দ এবং আরও অনেকের মিত্রদের খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাদের সহযোগিতায় এই অঞ্চলে অনেকগুলি প্রচার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-কাজলাগড়,মুগবেড়িয়া, হেড়িয়া, দেপাল, কালিন্দী, দেউলি, খেজুরি, মাজনা,বালিয়া,বাহিরী,বসন্তিয়া ,বনমালী চট্টা ইত্যাদি।ক্ষুদিরামকে যখন তাঁর গুপ্ত সংগঠনের নেতা গোপন অভিযান চালানোর জন্য ডেকে পাঠান, তখন তিনি কিশোরপুরে আশুতোষ দে'র বাড়িতে থাকতেন। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়,কিন্তু বিপ্লবের কাজ চলছিল।

কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

মেদিনীপুর জেলায় জাতীয় মাতৃভাষা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সময়ে কলাগেছিয়া ও কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয় (১০ম শ্রেণি), মির্জাপুর, বনমালী চট্টা, ভবানীচক জাতীয় বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ শ্রেণি), বামুনিয়া, কাঁথি মহকুমার জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪র্থ শ্রেণি), অনন্তপুর ও খাকুড়দা (১০ম শ্রেণি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলগুলি যাদবপুরের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। (১৯) এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা 'চরকা' ও 'খদ্দার' জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন। ভগবানপুরের জুখিয়া, রামনগরের কাদুয়া, এবং পটাশপুরের অমরশী 'খাদি' কেন্দ্রের প্রধান পথিকৃৎ ছিল। জনসভায় ছাত্রদের শপথ নিয়ে ঘোষণা করতে হতো যে, তারা যে 'সেবক তৈরির কারখানা' পরিত্যক্ত অবস্থায় ফিরে গেছে সেখানে তারা আর ফিরে যাবে না। এই ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কাঁথি উচ্চ বিদ্যালয়ের মহেন্দ্রনাথ করণ, যিনি অনেক দেশাত্মবোধক গান, বাংলাক্ষ্মীর ব্রতকথা (জাতীয় প্রচারের জন্য) লিখেছেন। বীরেন্দ্রনাথ কাঁথিতে তাঁর বাড়িটি জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

আয়ুর্বেদিক কলেজ

কবিরাজ রঘুনাথ মাইতি, কাব্য-তীর্থ, বৈদ্য-শাস্ত্রী সরকারি বৃত্তি ত্যাগ করে "কলিকাতা বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ" থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং কাঁথিতে "বৈদ্যক পাঠশালা" নামে একটি আয়ুর্বেদিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ ছিলেন বিরল উৎসর্গীকরণের মানুষ। মানুষটি সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন, কারাবরণ ভোগ করেছেন, ধৈর্য ধরে কষ্ট সহ্য করেছেন এবং দেশের জন্য, অসুস্থ মানুষের জন্য কাজ করেছেন। তিনি দেশাত্মবোধক

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

গান এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সম্পর্কিত কবিতা এবং বইও লিখেছিলেন। তিনি যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা এখনও "রঘুনাথ আয়ুর্বেদিক কলেজ" নামে রয়েছে।

বনমালী চট্টা

বনমালী চট্টা চত্বরে, কাঁথি শহর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে একটা মধ্য ইংরেজি স্কুল ছিল। গ্রামের জমিদার শিবপ্রসাদ জানা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে তাঁর পুত্র সতীশ চন্দ্র জানা এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাবাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সতীশচন্দ্র মুক্তি পেলে তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য একটি সভা ডাকা হয়।

বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট

মেদিনীপুর জেলা জুড়ে যখন অসহযোগ আন্দোলন পুরোদমে চলছিল, তখন স্থানীয় একটি ইস্যু আগুনে ঘি ঢেলেছিল। ব্রিটিশ সরকার বিবেচনাহীনভাবে মেদিনীপুর জেলায় ১৯১৯ সালে পাস হওয়া বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট কার্যকর করার চেষ্টা করে। এই আইন অনুযায়ী প্রথমে কাঁথি ও রামনগরে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। মানুষের অসন্তোষ কিন্তু বোর্ড গঠন করা হয়েছে। মানুষের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, সরকারের পক্ষে তাদের উপর তার নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করা এবং আধা-পুতুল বোর্ডের মাধ্যমে তাদের আরও শোষণ করার একটি খেলা মাত্র। কাঁথি থেকে 'নীহার' এবং মেদিনীপুর শহর থেকে বেরিয়ে আসা 'মেদিনীবান্ধব'-এর মতো স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি মানুষের অভিযোগ এবং তাদের সম্পর্কে তীব্র ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী মনোভাব প্রকাশ

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

করতে থাকে। কিন্তু সরকার অনড় ছিল। কাঁথি ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আইন অনুযায়ী সদস্যদের মনোনয়ন দেয়া হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

গান্ধীজি 'স্বরাজ' অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে চান। ১৯২০ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব উত্থাপন করলে কিছু নেতা এই ধারণার বিরোধিতা করেন। কিন্তু ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরের অধিবেশনে এই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে বীরেন্দ্র নাথ শাসমলকে সভাপতি ও সাতকারী পতি রায়কে সম্পাদক করে মেদিনীপুরে একটি জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্ব

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা সরকার মেদিনীপুর জেলায় মোট ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করে। মুকুটহীন রাজা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তখন জেলা জুড়ে 'নো ট্যাক্স' অভিযান সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর নেতৃত্বে কাঁথি অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। জনগণ সুসংজ্ঞায়িত গান্ধীবাদী কর্মসূচি অনুসরণ করেছিল। ইউনিয়ন বিরোধী বোর্ড আন্দোলনের সময় কাঁথির লড়াকু মনোভাব সামনে আসে। ঔপনিবেশিক শাসনে কঠোর আঘাত হানার ক্ষেত্রে তাদের 'স্থানীয় গর্ব' গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে স্থানীয় নেতৃত্ব এবং জনগণের কৃতিত্ব ছিল।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় মাহিষ্য আন্দোলন নতুন মাত্রা গ্রহণ করে। এই সময়েই মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন (১৯২০-২১) অনেকাংশে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে ইউনিয়ন না হওয়া বোর্ড আন্দোলন একটি স্থায়ী প্রেরণা ও শক্তি লাভ করে এবং একটি শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯২০ সালে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড ব্যবস্থা চালু করা হয় সরকারের পৌরসভাকরণ অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনকে আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারের এই অভিযানকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। প্রবীণ মাহিষ্য নেতা বীরেন্দ্রনাথ অচিরেই জনগণের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রাম স্বশাসন আইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল তৃণমূল স্তরে প্রশাসনকে শক্তিশালী করা। আন্দোলন এত শক্তিশালী ও কার্যকর হয়ে ওঠে যে কর্তৃপক্ষ আইনটি বাতিল করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। নবজাগরিত মাহিষ্য সমাজের কাছে এটি ছিল ঔপনিবেশিক রাক্ষসের বিরুদ্ধে তাদের বড় বিজয়। তাদের এই বিজয় আগামী দিনে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদের জন্য শক্তি ও আত্মবিশ্বাস দিয়েছে।

মেদিনীপুরের মানুষের এই জাগরণ তাঁদের নৈতিক সাহস ও মানসিক শক্তি দিয়েছিল ঘরোয়া ও জাতীয় ফ্রন্টে সমস্ত প্রতিকূলতা ও অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। সাসমলের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তারা অত্যন্ত উদ্যম ও প্রত্যাশার সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সত্যি, প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তবুও লক্ষণীয় যে গান্ধী-আরউইন চুক্তি তাদের চেতনাকে চিরকাল দমিয়ে রাখতে পারেনি। বরং তারা শপথ নিয়েছিল যে, জাতির যে কোন আহ্বানে সাড়া দিতে তারা প্রস্তুত থাকবে যখন তা তাদের

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

কাছে পৌঁছাবে। তাদের এই ব্রত নিছক ফাঁপা কথা ছিল না। মাহিষ্য অধ্যুষিত কাঁথি মহকুমা (১) পটাশপুর (অক্টোবর, ১৯৪২ - ডিসেম্বর, ১৯৪২), (২) খেজুরি (অক্টোবর, ১৯৪২-ডিসেম্বর, ১৯৪২) এবং (৩) কাঁথি (জুলাই, ১৯৪৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৩) এ স্বাধীন অস্থায়ী সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল।

কাঁথিতে বয়কট-স্বদেশী আন্দোলন গঠনমূলক স্বদেশীর আন্দোলনে পরিণত হয়। কার্যত এটি স্বদেশী অর্থনীতির উপর অনেক চাপ সৃষ্টি করেছিল। ইতিমধ্যে এই ধারণা জন্মেছিল যে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন কোনওভাবেই স্থায়ী বয়কট হতে পারে না; কারণ দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্রিটিশ পণ্যের পরিবর্তে দেশীয় পণ্যের বিকল্প নির্ধারণ করা সত্যিই কঠিন ছিল। এজন্য কুটির-তুলার তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবন এমনকি সুতি কাপড়ের কলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রতিও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। দিগম্বর নন্দ এবং কাঁথির আরও কিছু জমিদার ব্যক্তিগতভাবে তাঁতিদের অর্থ এবং উৎপাদনের উপায় দিয়ে তাদের কাজ শুরু করতে সহায়তা করেছিলেন। আরও একটি মজার বিষয় হ'ল তারা তাদের প্রজাদের এবং অন্যান্যদের তাদের জমিদারি এস্টেটে তুলা চাষে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এই সময়েই ক্ষয়িষ্ণু শিল্পের পুনরুজ্জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং কৃষি-অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন কিছু জনহিতৈষী উদারপন্থী এবং ধনী জমিদাররা কাঁথি অর্থনীতির বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য একটি তহবিল গঠনের কথা ভাবছিলেন। একটি স্বদেশী সভায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই জাতীয় ধনা ভাণ্ডার গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। সাসমল প্রস্তাব করেছেন:

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

"আমরা, কাঁথি মহকুমার অধিবাসীগণ, জাতীয় চেতনায় সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হইয়া এবং প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া মনেপ্রাণে শপথ নিচ্ছি যে, আমাদের একদিনের আয় আমরা তুলার সুতো কাটার জন্য এবং বাংলার তাঁত শিল্পের উন্নয়নে দান করব"। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন জনৈক মুন্সী মহিউদ্দিন। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ ধর এবং বিধুভূষণ গিরির মতো কাঁথির কিছু বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী তাদের বক্তৃতায় এই প্রস্তাবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় ধনভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ও পরিধি ও কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সভাপতি এবং জীবন কৃষ্ণ মাইতিকে ভাইস-প্রিসিডেন্ট করে একটি পৃথকীকরণ বিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন রায় সাহেব বিপিন বিহারী শাসমল, বিশ্বনাথ মাইতি, মুরারিমোহন রায়, শরৎচন্দ্র পট্টনায়ক, হেমচন্দ্র কর, বিপিন বিহারী অধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ দাস, শশীভূষণ মাইতি, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি, রাখালচন্দ্র মাইতি, ঈশ্বরচন্দ্র মাল প্রমুখ। কমিটি সভার আয়োজন করেছিল যাতে হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিল। প্রতিবাদ আন্দোলন ক্রমশ জোরদার থেকে জোরদার হতে থাকে।

বীরেন্দ্রনাথ এক সভা থেকে অন্য সভায় ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ দক্ষতার সাথে তিনি মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশকে উড়িষ্যার সাথে সংযুক্ত করার পক্ষে উড়িষ্যা নেতাদের দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন এবং তাদের অবৈধতা দেখিয়েছিলেন। কলকাতার 'অ্যাডভান্সড' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি, যা পরে 'মেদিনীপুর

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

দেশভাগ' পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল, উল্লেখ করে যে নিকট অতীতে লবণ-আইন লঙ্ঘন, অসহযোগ ও বয়কট ইউনিয়ন আন্দোলনের মতো কাঁথি জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রাম বা সেই আন্দোলনগুলির ধারাবাহিকতা হিসাবে তাদের দুর্ভোগ উড়িষ্যায় কোনও প্রতিক্রিয়া করেনি। তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে দেশভাগের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কাঁথিদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য জোর দিয়েছিলেন এবং বীরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন যে যদি মেদিনীপুর বিচ্ছিন্ন করা হয় তবে এটি তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে করা হবে। সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। তারা প্রস্তাবের ভালো-মন্দ বিবেচনা করার জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করে। কমিটি অনেক নামকরা ব্যক্তির দেওয়া সাক্ষ্য শোনার পরে এর বিরুদ্ধে সুপারিশ করেছিল এবং সরকার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

কাঁথিতে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স

১৯২৮ সালের মে মাসে বি.ভি কর্মী হরিপদ ভৌমিককে কাঁথিতে একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পাঠানো হয়। তিনি কাঁথি উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং স্কুলের হোস্টেলে ভর্তি হন। তাঁর সহযোদ্ধারা হলেন- অনিল কুমার মাইতি, জ্যোতিষচন্দ্র বেরা, নবীনচন্দ্র মহাপাত্র, অশোক কুমার রায়, কার্তিকচন্দ্র মাইতি, আশুতোষ মাইতি এবং নির্মলকুমার রায় । ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর হরিপদ ভৌমিক কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে ভর্তি হন। এখানে বাংলার অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং অনিল কুমার মাইতির বড় ভাই

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

নগেনগ্রানাথ মাইতি গোপনে শ্রী ভৌমিককে সাহায্য করেন। ঢাকার বিপ্লবী কর্মী দীনেশ গুপ্ত কিছুদিন গোপনে মাইতিদের বাড়িতে বসবাস করেন।

লবণ সত্যাগ্রহ

কাঁথি থেকে সাত মাইল/ ১২ কিলোমিটার দূরে পিছাবনি গ্রাম ছিল মেদিনীপুর জেলার লবণ উৎপাদনের আরেকটি কেন্দ্র। ৬ এপ্রিল সত্যাগ্রহীরা সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কুমিল্লা গ্রাম থেকে পিছাবনি পৌঁছেছিলেন। কাঁথি থেকে পিছাবনী পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবকদের মালা পরিয়ে, তাদের গায়ে ফুল বর্ষণ করে, কপালে 'চন্দন' চিহ্ন লাগিয়ে, তাদের নেতাদের নামে বিজয়-স্লোগান দিয়ে এবং শঙ্খ বাজিয়ে অভিবাদন জানায়। বিকেলে রসুলপুর গ্রামে ঝাড়েশ্বর মাঝির সভাপতিত্বে ও গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে পিছাবনী বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতাদের মধ্যে ছিলেন রাম দিন্দা, ভবগন মাইতি, হারু মণ্ডল, হারু পাত্র, জয়দেব সাহু এবং বৈষ্ণব ভুঁইয়া। লবণ উৎপাদনকারী শ্রমিকদের বলা হতো মালাঙ্গি।১১ এপ্রিল পুলিশ পিছাবনিতে এসে লবণ ক্ষেত ভরে হাঁড়ি ভাঙে, স্বেচ্ছাসেবকদের বেত্রাঘাত করে, লবণ জলে ডুবিয়ে রাখে, নেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝারেশ্বর মাঝি, সুরেন্দ্রনাথ দাস, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়। মেদিনীপুর জেলা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার মন্তব্য করেছিল, "এটি বিদ্রোহের দেশ"।

বাংলার ডান্ডি

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

বাংলায়, পিচাবনি সহ তার আশেপাশের অঞ্চলগুলি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করার পরে, ডান্ডির বাংলার সমতুল্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। উপকূলীয় অঞ্চলটি লবণ উৎপাদনের জন্য উপযোগী, বিভিন্ন আন্দোলনে ইতিমধ্যে প্রদর্শিত ত্যাগ ও ঐক্যের স্পিরিট, কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি স্থানীয় জনগণের আস্থা এবং এর নির্বাচনের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ডান্ডি-মার্চে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নিলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকা থেকে কুমিল্লা, বাঁকুড়া থেকে হুগলি, বর্ধমান থেকে নদীয়া পর্যন্ত মানুষ কাঁথিতে সমবেত হয়ে লবণ আইন লঙ্ঘনের অহিংস যুদ্ধ চালিয়ে যেত। দশ মাস ধরে বাংলার সব রাস্তা যেন কাঁথি হয়ে গেছে।

কাঁথির প্রতিবাদ

১৯৩১ সালের ৪ঠা জুলাই কাঁথিতে এক বিশাল প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। প্রবীণ আইনজীবী বিশ্বনাথ মাইতি সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং রায় সাহেব বিপিনবিহারী মাইতির মতো প্রবীণরা কাঁথি মহকুমার উড়িষ্যায় সংযুক্তির বিরুদ্ধে জোরালো সওয়াল করেন। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত হবে না কারণ-

১) "কাঁথি-জাতির মাতৃভূমি ছিল বাঙালি, ওড়িয়া নয়; (২) এখানকার মানুষের রীতিনীতি ও আচার-আচরণ বাঙালিদের চেয়ে ওড়িয়াদের অধিকতর আত্মীয় ছিল; ৩) কাঁথির রাজনীতির সঙ্গে উড়িষ্যার রাজনীতির কোনও মিল নেই; (৪) মহকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঐতিহ্যগতভাবে যে ভাষা পড়ানো হতো তা ছিল বাংলা, ওড়িয়া নয়; (৫) মহকুমা আইন

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

আদালতে রেকর্ড ও উইলে বাংলা ব্যবহার করা হত; ৬) উৎকল মুহাজিরদের বংশধর, প্রধানত করণ ও ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল মাত্র; (৭) বাংলার ভূমি-আইন দ্বারা জমির বকেয়া অধিকারী ব্যক্তিগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অধিকার ত্যাগ করবেন না; ৮) কাঁথি – অধিবাসীরা কোনোভাবেই সমৃদ্ধ ও বিশ্বমানের বাংলা সাহিত্যের প্রভাব থেকে বঞ্চিত হতে চায় না; ৯) তারা বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও আইন-কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতেও অনিচ্ছুক ছিল; ১০) পৃথক প্রদেশের জন্য উড়িষ্যার দাবির প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও কাঁথিবাসী মেদিনীপুর থেকে পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে ছিল।

বন্দি দিবস

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে মাসুরিয়া গ্রামে একটি বিক্ষোভ সংগঠিত হয় যা পুলিশ নির্মমভাবে দমন করে। পুলিশ গুলি চালিয়ে তিন গ্রামবাসীকে হত্যা করে; ৭৫ বছর বয়সী কামদেব প্রধান সহ আটজন গুরুতর আহত হন, যিনি শীঘ্রই পুলিশ হেফাজতে তার আঘাতের পরে মারা যান। এই ঘটনাটি পুলিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করেছিল এবং এক মাস পরে থানা মহিলা সমিতির সম্পাদক শ্রীমতি নারায়ণী পালের নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক আরোপিত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অমান্য করে একটি মিছিল হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা জাতীয় পতাকা হাতে 'বন্দেমাতরম' এবং 'রাজবন্দী কি জয়' স্লোগান দেন। এই বিক্ষোভও পুলিশ কর্তৃপক্ষ বর্বর শক্তি দিয়ে দমন করেছিল এবং বিক্ষোভকারীদের লাঠিচার্জ করা হয়েছিল। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, চলমান আইন অমান্য

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত স্থানীয় জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা ১৯৩২ সালের ৪ আগস্ট কাঁথি জুড়ে 'বন্দি দিবস' পালন করা হয়েছিল। এই ঘটনাগুলি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচুর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল এবং জেলা জুড়ে পুলিশের সাথে বহু এনকাউন্টারের দিকে পরিচালিত করেছিল এবং চলমান স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতি দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৮৭৬ সালে কাঁথি মহকুমার পাশাপাশি কলকাতায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং কাঁথি, মহিষাদল, মুগবেড়িয়া, মরিশদা প্রভৃতি স্থানে এর ২৯টি শাখা স্থাপিত হয়।

কাঁথি কংগ্রেস বার্তা

কাঁথির বুলেটিন ছিল 'কাঁথি কংগ্রেস বার্তা'। কাঁথি কোর্টের সুপরিচিত উকিল শ্রী আশুতোষ সিংহের দোতলা ভবনের দোতলায় বসানো সাইক্লোস্টাইল মেশিনের সাহায্যে এটি ছাপা হবে। চাকর, ফেরিওয়ালা, নাপিত বাড়িতে আসলেও কেউ সন্দেহ করেনি যে তারা সাংবাদিক বা বুলেটিন বিক্রেতা। শেষে একদিন পুলিশ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ওই বাড়িতে হানা দিলেও শ্রমিকরা মেশিন নিয়ে সীমানা প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায়। পরে বুলেটিনটি কিছুদিন আটিলনগরীতে কাঙাল চন্দ্র জানার বাড়িতে মুদ্রিত হয়। দারুয়ায় ফণিভূষণ ভুঁইয়ার বাড়িটিও কিছুকাল প্রকাশনার কাজে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র বিষয়টির পরিচালক ছিলেন অন্যতম প্রধান কর্মী সুধীর চন্দ্র দাস, যিনি স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং বুলেটিনের জন্য বিভিন্ন পদে কাজ করেছিলেন তারা হলেন বরা-শ্রীপতিচরণ পান্ডা, পূর্ণচন্দ্র পাত্র, পরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ঝারেশ্বর পাল,

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

পুলিনবিহারী পাল, দেবেন্দ্রনাথ মাইতি, চঞ্চল কুমার জানা এবং আশুতোষ সিংহ, মহিতোষ, ভবতোষ ও সন্তোষের ভ্রাতৃদ্বয় কেদারনাথ দাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস, সুরেন্দ্রনাথ পাল ও পরমেশ্বর মাইতি প্রমুখ বুলেটিন প্রকাশে সহায়তা করেন। খেজুরি, ভগবানপুর, পতাশপুর ও রামনগর থানা থেকেও বুলেটিন পাঠানো হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে একজন ম্যান-ইনচার্জ থাকতেন যিনি বিতরণের জন্য পিএস সেন্টার থেকে বুলেটিন গ্রহণ করতেন এবং প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন। বাজারে- যেসব জায়গায় বুলেটিন বিক্রি করে লোকজনকে পড়ে শোনানো হতো। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সামগ্রী বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। বুলেটিনগুলি এলাকায় বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

স্বাধীনতা দিবস পালন

১৯৩২ সালের ২৬ জানুয়ারি কাঁথিতে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। কাঁথির কাছে দারুয়া মাঠে এক বিশাল সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পুলিশ ঘোষিত ১৪৪ ফৌজদারি কার্যবিধি লঙ্ঘন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জনগণকে শপথ বাক্য পাঠ করান। জনতা ডঃ ঘোষ এবং আরও ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করে, যাদের অনুসরণ করে থানায় একটি বিশাল মিছিল আসে। পুলিশদের জনগণকে ছত্রভঙ্গ করতে বেশ বেগ পেতে হয়। ধৃতদের মধ্যে ২৯ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁদের কাঠগড়ায় পাঠানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, সম্পাদক ডঃ রাসবিহারী পাল ও কাঁথি থানার সুধীর চন্দ্র দাস।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

নারী আন্দোলন

কাঁথির মহিলারা স্বদেশী আন্দোলনের সময় দুর্দান্ত সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। গড় বাসুদেবপুরের রানী হরিপ্রিয়া বাংলা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার জন্য বঙ্গভঙ্গের ঔপনিবেশিক নিষ্ঠুর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করেছিলেন। রানী এই গুরুতর অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন; সুতরাং তিনি বয়কট-স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে দিগম্বর নন্দ এবং অন্যান্যদের মতো কাঁথির বড় জমিদাররা ইতিমধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। রানী তাঁর এস্টেটে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তাঁর প্রজাদের সাথে কথা বলেছিলেন যে বাংলা এখন একটি মহা সংকটের মধ্যে রয়েছে। সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সর্বোপরি তার জাতীয়তা এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এখন তার সকল পুত্র ও কন্যাদের কর্তব্য ছিল তাঁর এই সংকটে পাশে দাঁড়ানো, এবং অন্যায়কে সংশোধন করার জন্য তাদের অবশ্যই প্রতিটি সম্ভাব্য উপায় ব্যবহার করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে বয়কট এবং স্বদেশী তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের কার্যকর অস্ত্র হবে অর্থাৎ সরকারকে দেশভাগের আদেশ বাতিল করতে বাধ্য করবে। তিনি তাঁর জনগণকে বিলাতি কাপড়, চিনি এবং লবণ ব্যবহার না করতে বলেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত আত্মীয়দের সাথে তাদের মূল্যবান বিলাতি কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দেন এবং তাদের সমস্ত প্রিয় রেশমি চুড়ি ভেঙে দেয়। এই সমস্ত কিছু তার এস্টেটের মহিলাদের এবং কাঁথির মহিলাদের জন্য একটি দুর্দান্ত প্রেরণা দিয়েছিল।তার বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের জন্য তার এস্টেটের লোকেরা এবং কাঁথির লোকেরা তাকে "গড় বাসুদেবপুরের রানী সিরোমণি"

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

হিসাবে প্রশংসা করেছিল। বিশেষ করে সেই দিনগুলিতে তিনি সারা বাংলার নারী সংগ্রামীদের কাছে রোল মডেল হয়ে উঠেছিলেন। আর সেই কারণেই বয়কট আন্দোলনে কাঁথি মহিলাদের অংশগ্রহণ মেদিনীপুরের ইতিহাসে এক অনন্য পর্ব হয়ে উঠল। আবার এটি এই অর্থে অনন্য যে এটি প্রজনন-ক্ষেত্র ছিল যা ১৯৩০ সালের লবন সত্যাগ্রহের নায়িকাদের জন্ম দিয়েছিল। কাঁথি মহকুমায় জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, খেমাংকারি রায়, শান্তিদাস, অশোকলতা দাস, ইন্দিরা দেবী প্রমুখ মহিলারা স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ।

ধর্মযাজক শ্রেণীর আন্দোলন

ধর্মযাজক শ্রেণী অর্থাৎ পুরোহিত, গোস্বামী এবং পণ্ডিতরা বয়কট আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য অনেক ভূমিকা পালন করেছিলেন । তিন মহন্ত রঘুনাথ দাস অধিকারী, কৃপাসিন্ধু দাস অধিকারী এবং নরোত্তম দাস, ছোট ঠাকুর বাড়ির অধিকারী এবং বড় ঠাকুর বাড়ি এবং তাদের শিষ্যরা সকলকে ভক্তিভরে আবেদন করছেন যে তারা যেন ব্রিটিশ, চিনি এবং লবণ ব্যবহার না করেন কারণ এগুলি তাদের মূর্তিপূজাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। মহান্তের সমস্ত ভক্ত তাদের নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করেছিলেন।কাঁথির পুরোহিত সভা এবং কিছু সুপরিচিত ধর্ম-গুরু নীহারের সম্পাদকের কাছে ব্রিটিশ চিনি ও লবণের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতার প্রতি সম্মান সম্পর্কে তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে একটি সাধারণ প্রচার করার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের যজমানদের এই জিনিসগুলি ব্যবহার না করতে বলে। এর পাশাপাশি এটি দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছিল যে যদি

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

কোনও যজমান এটি উপেক্ষা করে তবে তাকে সামাজিকভাবে একঘরে করা হবে অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেউ তার বাড়িতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করবে না। নিহার থেকে এটা স্পষ্ট যে পুরোহিত সভার আবেদন হিন্দুদের মধ্যে একটি দুর্দান্ত উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। ফলস্বরূপ বয়কট কাঁথির গ্রাম ও শহরগুলিতে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় সমর্থন পেয়েছিল।

নীহার পত্রিকা

নীহার পূর্ব মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত একটি স্থানীয় সংবাদপত্র। স্বদেশী আন্দোলনের সময়, সংবাদপত্রটি জাতীয়তাবাদী অনুভূতি জাগ্রত করতে সহায়তা করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সত্যিকারের দূষিত প্রকৃতি তুলে ধরেছিল। ১৯০৭ সালের ১ অক্টোবর সংখ্যায় নীহার কাঁথিবাসীকে বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী, স্ব-নির্মিত পণ্য গ্রহণ করার আহ্বান জানান। অন্যান্য পত্রিকার মতো নীহার ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতির নিপীড়নমূলক প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করা থেকে বিরত থাকেনি। পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ইংরেজিতে তৈরি পোশাক বিক্রি না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। নীহার উল্লেখ করেছিল যে স্বদেশী আন্দোলন ব্রিটিশ রাজের উপর একটি ক্রমবর্ধমান হুমকি ছিল এবং কাঁথির জনগণের পক্ষে তাদের অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার এটাই সঠিক সময়। এই পত্রিকা স্বদেশীর প্রচারকে এই অঞ্চলের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দিয়েছিল। নিহার ব্রিটিশ সরকারের শোষণমূলক কৌশল উন্মোচনে সহায়তা করেছিল-

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

এতে মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম বাড়ে, বিদেশি পণ্য বর্জন করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

কাঁথি আন্দোলনের উৎপত্তি, বিকাশ ও চরিত্রের নিরিখে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, এটাও নিশ্চিত যে, কাঁথি আন্দোলনের বিষয়, মাত্রা ও গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে এক নতুন চিত্র ধারণ করে, এবং এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে, কাঁথি রাজনীতির সর্বভারতীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তার চরিত্র সর্বদাই, অনেকাংশে, স্থানীয়। এটাই কাঁথির স্বাধীনতা আন্দোলনের অনন্যতা। কাঁথি কংগ্রেস বরাবরই এআইসিসির প্রতি অনুগত ছিল। গান্ধী আদর্শের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। এটি সর্বান্তকরণে সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল এবং তাদের দৃঢ় অনুভূতি ছিল যে যদি গান্ধীর আদর্শ এবং দেশ গঠনের কর্মসূচি সর্বান্তকরণে অনুসরণ করা হয় তবে ভারত অবশ্যই 'স্বরাজ' অর্জন করবে। এই বিশ্বাস ও অনুভূতি সত্ত্বেও কাঁথি কংগ্রেস কখনই জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা না করেও এটি এআইসিসি-র উপগ্রহ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরকাল কাঁথির নাম লেখা থাকবে ।

তথ্যসূত্র

(১) ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর, "স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর ", কলকাতা,১৯৭৩

(২) দাস, বসন্ত কুমার, "স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর ", কলকাতা, ১৯৮০

(৩)সান্যাল, হিতেশ রঞ্জন, "স্বরাজের পথে", কলকাতা, ১৯৯৪

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

(৪)কানুনগো, হেমচন্দ্র, "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা", কলকাতা, ১৯২৮

(৫) মাইতি, হরিপদ, "স্বাধীনতা সংগ্রামে তমলুক, মেদিনীপুর,১৯৪০

(৬) গোস্বামী, গোপী নন্দন, "মেদিনীপুরের শহিদ পরিচয়", গোপালপুর, মেদিনীপুর,১৯৭৭

(৭) Bera, Sanjib, "Freedom Struggle in India: Midnapore, 1905-1934",2019

(৮) Das, S.K., Freedom Movement in Contai and the 'Nihar', N.B. University,2014

(৯) https://www.midnapore.in

(১০) https://www.indianetzone.com